

শাহাদাতীয়া আন্দামান হতে বলহি

(এই লিখা মূলত: তাগুত বাহিনীর হাতে আটক শত শত মুজাহিদ ভাইদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের লোমহর্ষক ঘটনার খন্ডচিত্র। বাংলার এই মুসলিম জনপদে কালিমার পতাকাবাহীদের উপর এরূপ জঘন্য অত্যাচার অতি কল্পনা প্রবন মানুষও কল্পনা করতে পারবে না। সভ্য জনপদে, মুসলিম জনপদে তাগুতের এই নির্যাতন ও জুলুম নিপিড়ন উপনিবেশিক শাসনের কালাপানির দ্বীপান্তরের কুখ্যাত আন্দামান দ্বীপের নির্যাতনকে, ইয়াহুদী-নাসারাদের তৈরি গুয়েস্তানামো বে কেও হার মানায়। আসলে এসব তাগুতী বাহিনীরা তো তাদের প্রভু ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের দালাল, ওদের থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, ওদেরকে খুশি করতে সব করতে প্রস্তুত। মুখোশধারী ও মুসলিম নামধারী এসব নরপশুগুলো তাওহীদের সৈনিকদের অব্যাহতভাবে যে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে, তা চোখে না দেখলে অথবা ভুক্তভোগী ছাড়া কারো পক্ষে অনুভব করা অসম্ভব। এখানে কতিপয় নির্যাতিত মুসলিমের জবানবন্দি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল। এই মুজাহিদদের মুখ নিঃসৃত বর্ণনা ও প্রতিনিয়ত যা কিছু তারারা মোকাবিলা করছে তা স্বাক্ষ্য দেয়, বাংলার প্রতিটি কারাগার মুজাহিদদের জন্য আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নির্যাতন সেলে পরিনত হয়েছে।)

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আলোহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালাহ জন্য যিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কোন ইলাহ নেই। যিনি একক, যার কোন শরীক নেই। যিনি ন্যায় (অন্যায় পার্থক্য করার জন্য দিয়েছেন যুরক্বান। আমি (আবারো প্রশংসা জ্ঞাপন করছি সেই আলোহর যিনি ইবরাহীম (আলাইহি ওয়া সালাম) কে হিদয়াত দিয়ে রক্ষা করেছিলেন মূর্তিপূজক মুশরিকদের অগ্নিকুণ্ড থেকে। যিনি মুসা (আলাইহি ওয়া সালাম) এবং বানী ঈসরাইলকে মুক্তি দিয়েছিলেন দাস্তিক ও অত্যাচারী ফিরাউন এবং তার অনুসারীদের থেকে, হাওয়ারীনদের দ্বারা ঈসা (আলাইহি ওয়া সালাম) এর হাতকে শক্তিশালী করেছিলেন। যিনি আবু তালিবের গুহায় রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সালাম) ও মু'মিনদের সাহায্য করেছিলেন এবং যুগে যুগে যিনি অত্যাচারী কাফির মুশরিকদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়ে মু'মিনদের বিজয় দিয়েছিলেন।

সলাত এবং সালাম বর্ষিত হোক নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সালাম), মোহলে বাইত, সাহ-বীগন এবং ক্বিয়ামাত অবধি তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীগণের প্রতি। দেয়া এবং মাগফিরাত কামনা করছি সেই সব মর্দে মু'মিনদের জন্য যাদের রক্তে সিক্ত এই জমীন। আমি স্বাক্ষর দিচ্ছি, পরাক্রমশালী আলোহ ব্যতীত কোন ইবাদত যোগ্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সালাম) তাঁর বান্দা এবং রসূল।

আমার এ লিখা এমন কতিপয় তত্ত্ব হৃদয় নির্যাতিত-নিপীড়িত ও মোহেপ সর্বত্র মু'মিনের আওতনাদ, যাদের মধ্যে অনেকের সামান্যতম কষ্ট সহ্য করার শক্তিও এখন আর অবশিষ্ট নেই। এমনকি এসব বিপদগ্রস্ত বান্দা-তারা তাদের রবের নিকট মুক্তির আশা পোষন করে। আজ তারা নিবৃষ্ট মানসিকতা সম্পন্ন জালিমের হাতে বন্দি। তারা কল্পনাতে দুঃখ এবং দুর্দশায় পতিত। তাদের অধিকাংশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন, সংকীর্ণ ও নির্যাতন নিষ্পেষনে সমৃদ্ধ উর্চারণে অতিক্রম করতে হয়েছে। তাদের সকল আশা-আকাংক্ষা আজ কবরগারের নিষ্ঠুর প্রাচীর বেষ্টিতীর মধ্যে গুচ্ছ হয়ে আছে।

অনেক সময় এসব হৃদয়হীন অসত্য জালিমদের আচার ব্যবহার দেখে মুক্তির আশা ভুলেই গিয়েছিল। তবে আলোহর রহমত থেকে তারা নিরাশ হয়নি। এসব দুরাত্মা যীন প্রকৃতির লোকগুলির নিত্যনতুন অত্যাচার উৎপীড়নে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার উপক্রম, কিছু তাই মানসিক ভারসাম্য ধরে রাখতে পারে নি। সত্য সত্যই আজ তারা পরমুখাপেক্ষী, কিংবর্তব্যবিমুক্ত। জালিম ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের দোষেরা এমন যীন কাজ করতে ও বাসী রাখে নাই যা তাদের বিবেকে বাধে। এমনকি সহ্য করতে হচ্ছে নির্যাতন, অপমান, মনুষ্যত্ব বিরোধী নিষ্ঠুর আচরন। কেন এই উৎপীড়ন? কিই বা তাদের অপরাধ? একমাত্র অপরাধ তারা তাওহীদবাদী মুসলিম। এমনকি সমাজ ও স্বাক্ষর দেয় এরা ভাল মানুষ। তাদের মধ্যে এমন অনেকই আছে যাদের গ্রেপ্তারের বিভীষিকাময় ইতিহাস অভিনব। তাদেরই একজন তাদের অজিজতার কথা বর্ণনা করলেন এভাবে-

পরন্তু বিকেলে যখন পৌচতলা রাস্তা ধরে হাঁটিছিলাম তখন পাশ দিয়ে একটি কালো রংয়ের গাড়ি দ্রুতবেগে অতিক্রম করল। পরক্ষণে আমার মোড়ঘুরে আমার সামনে এসে ব্রেক করল। কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই চোখ বেঁধে গাড়িতে উঠিয়ে দ্রুতবেগে স্থান ত্যাগ করল। যখন চোখ খুলল তখন নিজেকে এক নোংরা জলাশয়ের পাশে দেখতে পেলাম। একজন লোক তড়িঘড়ি করে আমার নাকে মুখে ভিজা গামছা দিয়ে ভেবে পানি ঢালতে শুরু করল। পাশ থেকে একজন বলল, 'গাড়িতে যা করলাম, তা প্রাথমিক আণ্ডায়ন তাতে তুই

মুখ খুলিসনি শালা ! কুত্তার বাচ্চা এখন তোর বাপ বলবে । গিছন থেকে হাতবুড়া পরানো হাতে তিন/চারজন লোক চেপে ধরল, কয়েকজন পায়ের উপর চাপ দিয়ে রাখল । চোখের সামনে মৃত্যু হাতছানি দিতে লাগলু ।

মনে পড়ল (আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রহি(আলাহ (আনহ) কে কুপের মধ্যে ঢুবিয়ে শাস্তি দেয়ার ঘটনা । কিছুক্ষন পরপর প্রস্রবানে জর্জরিত করতে লাগল । মনে হল এই বস্তির চেয়ে মৃত্যু অনেক সুখবর । আমার বেগতিব দেখে পায়ের একজন বলল, 'কুত্তার বাচ্চার জন্য গরম পানি দরকার ' । এই বলে পানি ঢালার সময় আরো বাড়িয়ে দিল, বুঝলাম মৃত্যু নিশ্চিত । মৃত্যুর সম্মুখীন হলে শরীরে এত শক্তি কোথা থেকে আসে (আলাহ ভাল জানেন । আমার শরীরের ঝাঝুনিতে তিন/চার জন লোক হাত ছেড়ে একে অপরের উপর পড়ে গেল । এভাবে চলল জীবন-মরন পরীক্ষা ।

মুমূর্ষ অবস্থায় চোখ বেঁধে নিয়ে চলল জানা গন্তব্যে । যখন চোখ খুললাম ঘুটিঘুটে অন্ধকারে নিজেকে খুঁজে পেলাম । ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীর এপাশ-ওপাশ করতে ব্যথা হচ্ছিল । এ অবস্থায় ঘুমানোর ইচ্ছা করছিলাম । এমন সময় বৈদ্যুতিক ঝাতির ঝাঝালো আলোতে ঘুমের মাখ মিটে গেল । সাথে সাথে রুমের ভিতর কয়েকজন যুবক ঢুকে তিনে তুলল । হাত-পা বেঁধে একটি কঠোর যন্ত্রের মধ্যে হাত ও পায়ের ফাং দিয়ে লাঠি ঢুবিয়ে কুলিয়ে দিল । মাথা নীচের দিকে কুলছে, পায়ের গোড়ালি ও নিতম্ব একসাথে আটকাই হয়ে লেগে আছে ।

আগ্রাসী পদক্ষেপে বুকের শব্দতুলে অফিসার গোছের ২ জন লোক সাথে কয়েকজন মিসপাহী নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল । সবাই ইউনিফর্ম পরিহিত । বুঝতে বস্টি হলনা এরাই হচ্ছে দেশের কুখ্যাত এলিট ফোর্স (RAB) । অফিসার গোছের লোকটি বিস্টি শব্দে চেচিয়ে উঠল । হ্যাঁ, পায়ের তলা ও নিতম্ব আঘাতের পর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত ঝড়তে লাগল, হারামজাদা, এখনো সময় আছে স্বীকার কর, প্রান রক্ষা পাবে' । এভাবে কত সময় কাটল বলতে পারি না ।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি, টাইলস করা মেঝেতে হালকা বেডের উপর শুয়ে আছি । সেই বর্দমাজ স্যাঁতস্যাঁতে বস্টি নেই । কানে মৃদু আওয়াজ এল ধমকের সুরে কেউ বলছে তার সাথে এমন আচরন করলে কেন ? ইত্যাদি ইত্যাদি । সাথেই সাথেই একজন অফিসার পাশে দাঁড়ানো দেখতে পেলাম । সে আমাকে সান্তনা দিতে চেষ্টা করল, ভাবখানা এমন যে কেউ আমার সাথে অন্যায় করে ফেলেছে । আমাকে বলল, 'তোমার কিছুই হবে না, তুমি শুধু আমাদের একটু সহযোগিতা কর । তুমি দেশের নাগরিক, তোমার উপর যে জুলুম করেছে তারও বিচারের ব্যবস্থা আছে । সন্ত্রাসীরা দেশ ও জাতির শত্রু, তবে না জেনে বুঝে যারা মগজ খোলাইয়ের মিশর ওদের বিষয়টি দেখার দায়িত্ব আমাদের ।' আমাকে অনুর নিয়ে যাওয়ার কঠোর নির্দেশ দিয়ে চলে গেল ।

আভিজাত্যের ছোয়ায় পরিপূর্ণ বস্টি দেখে মনে হল কোন অফিস । উন্নতমানের খাবার, বি সুন্দর ব্যবহার মনে হল পাঁচ তারকা হোটেলকে হার মানাবে । এখন শরীর একটু সুস্থ লাগল । দুইজন যুবক এসে আমাকে অন্য একটি রুমে নিয়ে গেলে চেয়ারে বসে সেই অফিসারটি সহাম্যে জানতে চাইল আমি কেমন আছি, শরীরের অবস্থা কেমন । সব শুনে বলল, 'তুমি চিন্তা করো না তোমার বাবা মা সবাই ভাল আছে, আর একটু সুস্থ হও তখন বাড়ি যেও । তবে বাড়িতে না গিয়ে বিদেশে চলে গেলেই ভাল হবে । যাই হোক সন্ত্রাসীরা যাতে তোমার মা বাবার কোন ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য তোমাদের স্বপরিবারে বিদেশে চলে যাওয়ার সব ব্যবস্থা

আমি করে এসেছি এই দেখে বিমানের ডিবেলি। পাসপোর্টের ঝামেলা বিশেষভাবে সামান্য করেছি। উল্লেখ্য
অফিসারের নিবেদন আমি তোমার ব্যাপারে সব বলে এসেছি। তাছাড়া নিরপরাধ ও অনুতপ্ত নাগরিকের
ব্যাপারে সবকিছোও আন্তরিক। তুমি নির্ভয়ে আমাকে সব বলতে পার।

কুমের যা অবস্থা চারদিকে হাড়গোর, কংকাল, ভয়ানক সব নির্যাতনের চিত্র ও উপকরণে সাজানো রয়েছে।
দূরের কোন স্থান থেকে আর্টস্টারের শব্দ ভেসে আসছে। সব দেখে কানিকের সুখ নিমেষে হারিয়ে গেল।
'তুমি কি ভাবছ?' অফিসারটির শান্ত কণ্ঠ। আমার নির্বিকার ভাব দেখে আমাকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা
করল, 'তুমি যদি সত্য প্রকাশ করতে না চাও, অবশ্য সত্য প্রকাশ না করে পারবে না। তোমার ও তোমার
পরিবারের সুখ-দুঃখের বিষয়টি ভেবে দেখার দায়িত্ব তোমার। আমি কথা দিচ্ছি তোমার ভবিষ্যত, সব বিষয়
আমরা ভেবে দেখব'।

আমি মোমোর মধ্যে বসে আছি এমন সময় কয়েকজন যুবককে নিয়ে আসা হল। সবার চেহারায় নির্যাতনের
ছাপ স্পষ্ট। দুয়েকজন ব্যতীত অন্যদের চিনতে পারলাম না। দুজন যুবক আমাকে সনাক্ত করল এবং তাদের
উত্তর শুনে অফিসারটি সন্তুষ্ট হল। তাদের নিয়ে যাওয়া হল স্বীকৃতি দিয়ে রাজস্বাধী হতে। অফিসারটি
বলল, 'দেখ তোমার ব্যাপারে আমরা সবাই জানি। তবুও আমি চাই তুমি তথ্য দিয়ে অনুতপ্ততা প্রকাশ
কর। আমাকে কতগুলো ছবি দেখানো হল যা থেকে আমার সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি প্রমাণ হয়। সবচেয়ে খারাপ
লাগল যখন যুবকেরা আমার ব্যাপারে স্বাক্ষর দিল।

অফিসারটি বলল, 'ঠিক আছে তোমাকে কিছুই বলতে হবে না, শুধু এই কাগজে সই কর'। আমার না
বোধক উত্তরে অফিসারটি স্বমুখি ধারণ করল। কয়েকজন সিপাহী আমাকে ধরে ফেলল, অন্য একটি চেয়ারে
বসিয়ে মোড়কে দিল। শুরু হল নির্যাতনের নতুন অধ্যায়। মাথা ঘুরতে লাগল, চেয়ারসহ আমি ঘুরছি, মনে
হচ্ছে কেউ আমাকে ভেঁনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি অজ্ঞানপ্রায়। দশম দশম চলল নির্যাতন।

যখন জ্ঞান ফিরল দেখলাম অন্ধকারে আমি পরে আছি। একটি অনুভূতি জাগতেই আঁকড়ে উঠলাম, হাত
দিয়ে দেখি পরনে কাপড় নেই। আলো জ্বলতেই অন্য কেহাও সম্পূর্ণ উলংগ অবস্থায় স্যাতস্যাতে কণ্ঠে
নিজেকে আবিষ্কার করলাম। এ অবস্থায় নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলাম না। দু'চোখ বেয়ে অন্ধকারে
অগ্রসর করতে লাগল। এলিটি রেশমের (RAB) কয়েক সদস্য এগিয়ে এসে আমাকে উঠে দাঁড়াতে বলল।
লজ্জায়, অপমানে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

আবারও প্রশ্নের পর প্রশ্ন। হাতে পায়ে ইলেকট্রিক শক দেয়া শুরু করল। একজন শয়তান এসে মেটাল
ডিটেক্টরের মত একটি যন্ত্র দ্বারা লজ্জাস্থানে ইলেকট্রিক স্পর্শ দিতে লাগল। মনে মনে আলোহকে স্মরণ
করছি। হায়রে দুনিয়া! এটা নাহি মুসলিমদের দেয়! হঠাৎ করে পেছন থেকে লাথি দিয়ে মোকাবেলা ফেলল দিল।
আবারও শক দিতে লাগল, হাত পায়ের আঙুল অবশ্য হয়ে গেল, কালো রং ধারণ করল। দুজন লোক
ক্রমাগত আমাকে লাথি মারেতে লাগল। শরীরের বিভিন্ন স্থান দিয়ে রক্ত স্রবতে শুরু করল। ঝুপা-ঝুপায় শরীর
কাঁপছে, পানি চাইলে পানি দিচ্ছি বলে গায়ের উপর প্রহার করে দিল।

এরই মধ্যে একজন যুবককে নিয়ে আসল। ছেলেটি শুধুই কাঁদছে। ওরা চলে গেলে তার সাথে কথা বলতে চেষ্টা

করলাম। কপালার জন্য কথা বলতে পারছে না। আমি তাই স্বাভাবিক দিতে চাইলে সে বলল, 'সব শেষ হয়ে গেছে এখন আর স্বাভাবিক দিতে কিছু লাভ।' সে জানায় তার তাইকে বাড়িতে না পেয়ে তাইকে সাদা পোষাকের কিছু লোকেরা ধরে নিয়ে আসে। নির্যাতন করতে করতে বড় তাই কেঁপে যায় তা জানতে চায়। না বললে কিছুকন পর মা-বাবা ও বোনকে ধরে নিয়ে আসে। তাদের সামনে আমাকে এবং আমার সামনে তাদেরকে নির্যাতন ও জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে পরিবারের একজন আমার কাছে এ ব্যাপারে তথ্য রয়েছে বলে জানায়।

আমি বলতে না চাইলে তারা আমার পোষাক খুলে নেয়। একজন লাঠি দিয়ে বাবাকে আমার উপর ফেলে দিয়ে বলাৎকার করতে বলে। নাহলে, মা বোনদের আমাদের সামনে শীলতাহানীর হুমকি দেয়। বাবার কপড়-চোপড় আমার চোখের সামনে খুলে নেয়। আমি জানিনা দুনিয়াতে এর চাইতে কঠিন ও ঘৃণিত পরিস্থিতির কোনো সম্মুখীন হতে হয়েছিল কিনা? আমি আর সহ্য করতে পারিনি যখন বাবা মোঘাভের পর মোঘাভে জর্জরিত হয়ে আমার সামনে অসহ্যের মত আসলেন। আমি চিৎকার দিয়ে বললাম, 'আমি সব জানি, সব বলব, শুধু আমার মা বোনদেরকে যেতে দাও।' একজন সামনে এসে সব রেকর্ড করে নির্দিষ্ট জায়গায় মেমেজ পাঠালো। তাদেরকে যেতে দিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

চোখ দুটো ক্লান্তিতে বুজে আসছে। কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম বুঝতে পারি নি। হঠাৎ যে যেন মুখে বুট দিয়ে লাঠি মারল, সাথে সাথে পা বেঁধে মাথা নীচের দিকে দিয়ে কুলিয়ে দিল। হাতে বৈদ্যুতিক শব্দ দিতে আরম্ভ করল। মাথা ঝিমঝিম করছে। কিছুকন পর জ্ঞান ফিরলে পানি খেতে চাইলাম। অফিসারের অনুমতি নিয়ে পানি দেয়া হল।

এখন আমি অন্য কথাও আছি বলে মনে হল। পামে বেশ সুঠাম দেহের দুজন তরুন পরে আছে, হাত দিয়ে সতর তাবলার চেষ্টা করছে। কথা বলার কোন সুযোগ পেলাম না। আমরা যাতে না ঘুমাতে পারি সেজন্য কুলিয়ে রাখল হাতবড়া পড়িয়ে। সবার পা ফাট করে পেছনে আলোদা আলোদা দুটো খুঁটির সাথে বেঁধে রাখল। মাথায় ও শরীরে বিভিন্ন স্থানে অসহ্য ব্যথা অনুভব করলাম। কিছুকন পর এ অবস্থায় ঘুম আসতে চাইলে শব্দ দিতে আরম্ভ করল। রাত-দিন এভাবে (রাত-দিন কুখিনি অনুমান করে হিমার করতাম) চলতে থাকলে মানসিক ভারসাম্য হারানোর উপক্রম হল।

এবার আমাকে একটা ছোট রুম দাড়া করিয়ে রাখল। একসুতা নড়াচড়া বা কসার সুযোগ নেই। মনে হল এর চেয়ে কুলন্ত অবস্থায়ই ভাল ছিল। এ অবস্থায় কিছু সুকনা কুটি খেতে দিল। খেতে পারছি না দেখে পানি এনে দিল। পানি ও কুটি খেতে কষ্ট হল না। এখন আর ঘুম ধরে রাখতে পারছি না। ঘুমানোর চেষ্টা করলাম মাত্র মাথার উপর বিকট শব্দ করে ধারালো এবং তীক্ষ্ণ সুচাগ্র মাথা বিমিষ্ট লোহার খাম নীচের দিকে আলো আলো নামতে দেখলাম। ভয়ে আতঙ্কিতভাবে খামটি খেঁচে গেল। মনে মনে স্থির করলাম এ অবস্থা থেকে মৃত্যুই শ্রেয়। এবার ঘুমাতে চেষ্টা করলাম। সাথে সাথে এবার বিকট শব্দ। এবার আমি চুপ থেকে শেষ দেখার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু খামটি যতই নীচে আসছে শরীরের রক্ত ততই লাগতে শুরু করল।

আমি আর পারছি না, ঘুমাতে দিচ্ছে না, ভোগে থাকও সম্ভব হচ্ছে না। আর কত নিঃশ্বাস থাকতে হবে। বুকের শব্দ শূনে সামনে তাবলি দেখি কয়েকজন উর্ধ্বতন অফিসার। আমাকে সত্য বলতে এবং তাদের সাহায্য

করতে বলল। আমি অসম্মত হলে আরো ভয়াবহ পরিনতির কথা জানালো। আমি আর চোখের পাতা ধরে রাখতে পারলাম না। সাথে সাথে চোখের পাতার উপর তীব্র আলো পড়ল। চোখ বন্ধ করেও লাভ হল না, আলোর তীব্রতা মাথা ভেদ করবে বলে মনে হচ্ছিল। ছোট্ট পাইপ সদৃশ জায়গায় দাড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ফেটে রক্ত করবে বলে মনে হচ্ছিল। আর পারলাম না, সব বলতে রাজী বলে জানালাম তবে আগে ঘুমাতে চাই। সেই স্থান থেকে নামাতেই ফ্লোরে পরে গেলাম।

ঘুম থেকে জেগে দেখি আমি গোসাব পরিহিত। আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করে আজকের গ্রেপ্তার দেখিয়ে রিমান্ড চাইল। তা মঞ্জুর করে থানায় গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে আমি কিছু জানি না বলে জানালাম। নির্যাতনের নব সূচনা উন্মোচিত হল। পুলিশের লোকজন আমাকে একটি চৌবাচ্চায় ছেড়ে দিল। তিন/চার ফুট নীচে পাইপ সদৃশ চৌবাচ্চার তলায় পা ঠেকল। সাথে সাথে বিষধর সাপের চেয়েও বিষাক্ত কিছু দংশন করতে লাগল। বুঝতে পারলাম যিঃমাছ কটা ফুটছে। আতঁচিংকরের সাথে সাথে জ্ঞান হারালাম। পায়ের ক্ষত প্রথনো আগের মতই।

চোখ বেঁধে অজানার উদ্দেশ্য নিয়ে চলল, যখন খামল নিঝুম রাত। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তার উপরে লজ্জা নিবারনের মত বেশন কাপড় নেই। হঠাৎ আলো জ্বলতেই ইউনিফর্ম পরিহিত একজন মহিলা অফিসার সাথে কয়েকজন তরুণী সিপাহী নিয়ে প্রবেশ করল। স্পর্শবশতর আগে খুঁচিয়ে চাক্তা বিদ্রুপ করতে লাগল। আলোহর কণ্ঠ এই ফিতনা থেকে মনে প্রানে আমায় চাইলাম। অফিসার চলে গেলে মেয়েগুলো উত্ত্যক্ত করতে আরম্ভ করল। আলোহর কণ্ঠে স্ববশতর প্রার্থনা করি তিনি যেন এই অশীল ফিতনা থেকে মু'মিনদের রক্ষা করুন। তাবতে অবাক লাগে অফিসারদের নির্দেশের কণ্ঠে এরা নিজেদের ইজ্জত বিকিয়ে দিচ্ছে। ৪ জন কখনো ৬ জন নিজেদের আরু সম্পূর্ণ উন্মোক্ত করে ঘন্টার পর ঘন্টা উত্ত্যক্ত করে চলল।

প্রপ্ণাবের রাস্তায় নল ঢুকিয়ে, বৈদ্যুতিক স্পার্ক দিয়ে, প্রপ্ণাব না করতে বাধ্য করে, শরীরের অনুভূতির স্থানে বিপদজনক স্পার্ক দিয়ে ধ্বংসাত্মক আবেদন তীব্র করতে মানুষিক নির্যাতন অব্যাহত রাখল। চাক্তার প্রবেশ নেই মনে হচ্ছে প্রখন, আলো আলো কঙ্ক গরম হচ্ছে। তবে উত্তেজক গান বাজনা অব্যাহত রইল। একজন তরুণী একাকী অবস্থান করেছে। আমি তার বেইমে নাম দেখে আগেই নিশ্চিত হলাম যে মুসলিম ঘরের সন্তান। নাসীথ মূলক কিছু মর্মস্পর্শী কথা বলে তার বিবেক জাগ্রত করতে চেষ্টা করলাম। আলোহর ইচ্ছায় ঝনিবের জন্য হলেও তার বিবেক জাগ্রত হল। প্রশ্ন করায় সে জানাল, 'বেশন যুবক/পুরুষ আমাদের দেখে উপেক্ষা করা তো দূরের কথা, আমাদের কাছে পেতে তারা জীবন বাজি রাখতে দ্বিধা করবে না। কিন্তু আপনারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই জন্যই আপনাদের পুরুষদের উত্ত্যক্ত করতে নারীদের এবং নারীদের উত্ত্যক্ত করতে পুরুষদের ব্যবহার করা হয়'।

পরবর্তীতে জানতে পারলাম তাইদের সম্মুখে আমাদের সম্মানিত মা বোনদের অশীল হয়রানী করা হয়, যা দেখে বেশন সন্তান, তাই, বাবা স্থির থাকতে পারে না। ঘূনিত পন্থায় তথ্য উৎখাটন করতে এদের বিবেক বাধে না। হে আলোহ! আমাদের অসহায়ত্ব তোমার কাছে নিবেদন করছি। নিশ্চয়ই তুমি মাজলুমের দেয়া কবুল করে থাক। রাগে দুঃখে পাগল প্রায় হয়ে গেলাম। তাদের কথায় রাজি না হলে মেয়ে ফেলার হুমকি দিচ্ছিল। শরীর আর ফুলের আঘাতও সহিতে অক্ষম। কাপড়-চোপড় যীন এভাবে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব।

চোখ বেঁধে অন্য কোথাও নিয়ে গেল। বুঝলাম বেশী দূরে নয়নি। চোখ খুলে যা দেখলাম তা বর্ণনা করা অসম্ভব। এই মুসলিম জনপদে মানুষ মানুষের সাথে এত নিবৃষ্টি ও জঘন্য আচরন করছে যা অতিকল্পন-প্রবন মানুষও ভাবতে পারবে না। এখন আর আমি নিজের জন্য ভাবছি না। তাইদের করুন অবস্থা দেখে বিশেষত সম্মানিত তাইদের অবস্থা জেনে আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। সারা শরীর কাঁপছে, বাবরুদ্ব হয়ে আসছে। প্রত্যক্ষ করলাম মুজাহিদদের জন্য কেন এত সুসংবাদ আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে। একজন মুরাবিত, মুজাহিদ আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহীমাহল্লাহ) চিহ্নি তার বন্ধু হারামাইনে ইবাদাতকারী মুদাইল ইবনে আইয়াদ কে উদ্দেশ্য করে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'তুমি যখন পবিত্র হারামাইনে অশ্রু ঝরাও, আমরা তখন কাবার রবের দ্বীন কায়েম করতে রক্ত ঝরাই।'

সবাই বিবস্ত্র পড়ে আছি জালিমের জিন্দাখানায়, এরা এর নাম দিয়েছে ইন্তিরোগেশন মেল। এই হল জিজ্ঞাসাবাদের স্বরূপ। ঝুপা, ডুপা, ঘুম তদুপরি শারিরীক-মানুষিক নির্যাতনে অতিক্রম এই মুজাহিদিন তাইয়েরা। কাউকে আবার গ্রেপ্তারের পর বাবরুদ্ব তেল হাত, দাড়ি, শরীর পুড়িয়ে দিয়েছে। অশ্রু ঠেঁকিয়ে গুলি করে পা গুড়িয়ে দিয়েছে। চিকিৎসার নামে সামান্য আহত তাই-বোনদের হাত-পা বেঁটে পঙ্গু করেছে। আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি আমরন কাউরের জেঁতা অংশ দিয়ে তেনে তেনে নাবীর সুন্নাহ দাড়িকে উপরে ফেলা হয়েছে, আমি নিজেও এর ভুক্তভোগী, অথচ দাড়ি রাখা আমাদের জন্য ওয়াজিব।

সস্তাহের পর সস্তাহ কুলিয়ে রেখেছে। নখ উপরে ফেলেছে। বিবস্ত্র করে শরীরের আবর্ষনীয় এবং স্পর্শকাতর ও অতি স্পর্শকাতর স্থানগুলোতে মোমবতির উত্তপ্ত ফোঁটা ফেলে ধীরে ধীরে অর্ধসিদ্ধ করা হয়েছে। দুটো মই উপরে নীচে রেখে পাঁষে ফেলা হয়েছে। অনেক তাইকে ছোট একটি রুমে লোহার একটি চেয়ারে বসিয়ে হাত, পা ও শরীর বেঁধে ফেলে, হাই ভোল্টেজের বাল্ব মাথার উপরে ও চারদিকে এমন নিবৃষ্টি রাখে মনে হয় সেখানে সহজেই পানি ফুটবে। আমামীদের একটি লোহার পাদে বিদ্যুত সংযোগ দিয়ে প্রহার করতে বাধ্য করা হয়। এতে পুরুষাঙ্গ দিয়ে রক্ত বের হয়ে আমার উপক্রম হয় এবং বত্থানো রক্ত বেরিয়ে আসে। হাতে তারকাটা মেরে গাছে অথবা ঝুঁটিতে কুলিয়ে রাখার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়, হাত পায়ের আগুনে সুই ঢুকানো হয়। শরীরের বিভিন্ন স্থানে দফায় দফায় বৈদ্যুতিক শক দিয়ে প্রায় পুড়িয়ে ফেলা হয়। যেসব তাইদেরকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তাদের শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গুলি বেঁটে ফেলা হয় অথবা নষ্ট করা হয়। এমনকি হাতের কজি বেঁটে, পা নষ্ট করে পঙ্গু করে ফেলে যাতে বাহিরে গেলে আর কাঁজ করতে না পারে। সুতি কাপড় বা তোয়ালে তরল পদার্থে (মদ, বিয়ার, কোমল পানীয়) অথবা পানিতে ভিজিয়ে তা দিয়ে সম্পূর্ণ মাথা মুড়িয়ে/বেঁধে তারপর পানি ঢালা হয়, এত শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। এটা অত্যন্ত কঠিন। নির্যাতন নিপীড়নের সবগুলো কথা লিখতে পারলে আগামী প্রজন্ম জানতে পারত সঠিক ইতিবৃত্ত। কোথায় এদের মানবতা? কোথায় এদের প্রতিশ্রুতি? কোথায় এদের মানবাধিকারের যোগান, শাফা কুলি? আমরা জাতির সন্তানদের বলব এদের ধোঁকা পড়বেন না, ভীত হবেন না। অগ্রসর হউন দুর্বার গতিতে, মু'মিনদের বিজয় সুনিশ্চিত।

যাইহোক, তাইদের করুন অবস্থা দেখে বুঝলাম নতুন কোন শব্দ পড়েছে মানুষ নামের এই জানোয়ারগুলো। আমাদের গতিবিধি মনিটরিং করা হচ্ছে। আবেগ তড়িত হয়ে কিছু করলে তার সুদূর ধরে আবার জেরা। তবুও একজন তাই কুবি নিয়ে ইংগিতে জানানেন তাদের দেওয়া পানি না খেতে বা কষ্ট খেতে। শরন পানিতে

হাই পাওয়ারের ঘূমের ওষধ মেসানো আছে। এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল কেন শূন্য রুটির সাথে পানি দিয়েছিল। পানি খাওয়ার পর কেনইবা ঘুম বেড়ে যেত ছিগুন।

চিত্তার রেশ না বণ্ডিতেই নারী-পুরুষ ইউনিফর্ম পরিহিত কয়েকজন অফিসার ও সিপাহীর বুটের শব্দে পরিবেশ ভারী হয়ে উঠল। বণ্ডিজ কলম দিয়ে সেই কব্জিতে বলা হল। আমি বললাম তাইদের নামে আনিত অভিযোগ সব মিথ্যা। আমি মিথ্যার স্বাক্ষরী হব না। নির্যাতনের নতুন মাত্রা যোগ হল। অনুগত তাইদের দিয়ে সম্মানিত তাইদের প্রহার করা হতো। যাদের সামনে গেলে ঘোঁড়ার ব্যাপারে উদ্ধুদ্ধ হতাম, যাদের সেবা করারও সুযোগ পেত না সবাই। সেই তাইদের আজ অপমানিত করার জন্য সবাইকে একসাথে এভাবে 'অমানবিক' অবস্থায় রেখেছে। অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতে পারলাম এমন পরীক্ষায় পড়তে যাচ্ছি, যা পূর্বের কোন পরীক্ষার সাথে তুলনা করা যাবে না।

সুঠাম সুদর্শন তাইদের উপর পাশবিক অত্যাচারের হুমকি দিয়ে তাদেরকে কোন্‌তে ফেলে দিয়ে কয়েকজন হয়েনা হাত বেঁধে বুট দিয়ে পা চেপে ধরল। কোঁধে শরীর কাঁপছে কিন্তু কেহই বক্ষন মুক্ত নয়। কি করব? কিংবর্তব্যবিমূঢ়! শুরু হল আমার অধ্যায়। হুমকি, প্রহার, বৈদ্যুতিক শব্দ বণ্ডি হল না দেখে নিবৃষ্টি এবং শয়তান মুদ্রন অযোগ্য ভাষায় গালি দিয়ে বলল, 'তুই স্বাক্ষরী দিতে হবে না তোর বাবাকে বলংকর কর। তা না হলে কারো রেহাই নেই'। এই বলে তাইয়ের উপর চেপে ধরল। আলাহ আমার বলে উচ্চস্বরে হংকর দিয়ে গাড়িতে পড়লাম বললাম, 'আমি সেই করব, তবে তাইদের আগে কাপড় পড়তে দিন'।

আমাকে চোখ বেঁধে অন্যত্র নিয়ে চলল, জানি না তাদের ভাগ্য কি হল। সেখানের পরিবেশ দেখে নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করলাম। বলল, 'কি কি বলে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের সহযোগীতা করতে পারবে বল, তোমার কোন ভয় নেই'। আমি নিরব দেখে আমারও প্রলোভন দিল। একজন নরপশু এসে আমার গলায় কাপড়ের তৈরী ভিজা প্যাড শক্ত করে গলায় পেঁচিয়ে দিল। যখন নিশ্চিত হল আমি তাদের ধোঁকা দিয়েছি, সাথে সাথে কাপড়ের ভিজা প্যাডে বিদ্যুত সংযোগ দেয়া হল। বাবরুদ্দ, মুমুর্ষ এবং জীবন্ত এবং লাশ!!! "হে আলাহ তুমি আমাকে যে সাহায্য করবে তার আমি কাঙ্ক্ষাল। আমার অসহায়ত্ব আমি তোমার কাছেই নিবেদন করছি। আমাকে এবং মু'মিন তাইদেরকে তুমি ক্ষমা কর। মহা ক্ষতনা থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও। তাইদের জন্য তুমি উত্তম ব্যবস্থা কর। হে আলাহ! আমার পরিবার পরিজনদের আমি তোমার কাছে সোপর্দ করলাম। জালিমের হাতকে তুমি সংযত কর। তাদের মধ্যে তুমি এমনক্য তৈরী করে দাও, এদেরকে তুমি ধ্বংস কর।

রক্তাক্ত এবং সংকটাপন্ন অবস্থায় আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিবর্তি হাজির করা হল। ইশারায় জানালাম আমি স্বীকারোক্তি দিতে অসম্মত, অপারগ। বেশ থেকে আমাকে ম্যাজিস্ট্রেট লাথি দিয়ে ফেলে দিলে মুখে রক্ত জমে যায়। অবস্থার অবনতির আশংকায় আমাকে কাঁরাগারে প্রেরণ করে। মৃতপ্রায় শরীর নিয়ে আমাকে অনেক পুরোনো নোংরা দু'টি কব্জিতে শূতে দিল। কাঁরাগারের হাসপাতালের বিশেষ সুবিধা বঞ্চিত করে এককোঠা এবং ক্রমে আমাকে থাকতে দিল। দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার পর আলাহর অশেষ রহমতে শরীর সুস্থ হতে লাগল। কাঁরাগারে গুলিবিদ্ধ তাইদের বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকতে দেখে নিজের দুঃখকে তুচ্ছ মনে হল। এখানে

আমাদের তাইদের (আসামীদের জন্য যে সাধারণ মর্যাদা দেয়া তো দূরের কথা সার্বজনিক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পাত্র হয়ে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে।

অনেক বিশেষ তাইদেরকে দুর্ধর্ষ (আসামীদের পাশে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। তাদের নিবৃষ্টি পাশরিব যৌন নির্যাতন থেকে বাঁচতে কোমলমতি তাইদের রাতের পর রাত নিদ্রুত কাটিতে হয়েছে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে রত তাই যে প্রশাসনের লাঠিচার্জের সম্মুখীন হয়েছে তার হিসাব নেই। তলাওভাবে তাইদের বেধে হাটু, পায়ের তলা, নিতম্ব ইত্যাদি জায়গায় (আঘাতে (আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে বিভিন্ন কলারাগারে চালান দেয়া হয়েছে বিদ্রোহী বলে। যাতে সেখানে (আবারো চোখ বেঁধে নির্যাতন করা হয়। তথাকথিত (আইনি সহায়তা, ডিনাই প্রিটিনন করতে দেয়া হয়নি। দেখা স্বাক্ষরাতের মৌলিক (অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয় জেলে প্রবেশের পরে প্রথম দিবস দীর্ঘদিন। এমন (অনেক জেল যেখানে ঈদের সময়ও দেখা করতে দেয় না। বাবা-মায়ের দেয়া টাকা পয়সা (অনেক সময় কলার কতৃপক্ষ (আত্মসাৎ করে। শালীনতা বহির্ভূতভাবে প্রায়ই তল্যাশীর নামে হয়রানি করা হয়। ধুমপায়ী, মাদকাসক্ত, নিবৃষ্টি (আসামীদের সাথে থাকতে বাধ্য করা হয়। দিনরাত পায়ে ডাঙা বেরী পড়িয়ে রাখে। যক্ষার মত (অসুস্থ তাইদেরও কোনরূপ চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে না। শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনে (অনেক তাই পঙ্গুপ্রায় এবং মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়া তাইকে হার্ট এটাক বলে চালিয়ে দিচ্ছে।

দিনরাত সামরিক নজরদারীর মত নিয়ন্ত্রিত বিধি (অনুসরণ করতে হয়। লেখা পড়ার মৌলিক (অধিকারও ছিনিয়ে নিয়েছে। একটি কলম পাওয়া গেলে একশ লাঠির (আঘাত করতে নির্দেশ দেয়। সামান্য ছুতা ধরে কলো জম টুপি পড়িয়ে রাখা হয়, চোখ বেঁধে (আসামীদের সামনে ঘোরানো হয় এবং হ্যাডক্যাফ পড়িয়ে উচু গাছের সাথে কুলিয়ে রাখা হয়। বিনা (অপরাধে বছরের পর বছর বন্দী করে রাখা হয়েছে। তাদের (আদালতেও পাঠানো হয় না, সার্বজনিক নিবৃষ্টি (আচরন (অব্যাহত থাকে। (অন্য (আসামীদেরকে তাদের বিরুদ্ধে ঝেপিয়ে তোলা হয়। বিরোধ মারাত্মক (আবশ্যে ধারণ করতে প্রশাসন তখন তাদের পঙ্কালস্থান করে উল্টো তাইদের শাস্তি দেয়। দু'একজন ইসলামিক মাইন্ডের জেল সুপার যদি ভাল (আচরন করে তবে তাদের বিভাগীয় পর্যায়ে মোকজ করা হয়। তবে (অন্যদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। (অবশ্য তারা তাইদের (আত্মলাকে মুগ্ধ হয়েই ভাল ব্যবহার করে।

বিবেক সম্পন্ন মানুষ নির্যাতন সহ্য করতে হলেও সম্মান হারাতে চায় না। (আর (আমার সম্মানিত তাইদের বছরের পর বছর (অপমান ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যই তাদের নিত্যসঙ্গী। হে (আলাহ! তুমিই (আমাদের একমাত্র (অভিভাবক, তুমিই সাহায্যকারী। তুমিই শিশু মুসার প্রতিপালক। তুমিই সেই সাহায্যকারী, পথ প্রদর্শক যিনি (আমহামুল কহাফের যুবকদের (আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করেছিলেন। তুমিই (আজিজুল হাকিম, (আর (আমরা তোমার পথে মাজলুম। হে (আলাহ! হে উত্তম ব্যবস্থাপক! (আমাদের ক্ষমা কর, তোমার পথে যারা (অগ্রণী তাদের সঙ্গী কর। ঈমানের পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি কর।

হে মুসলিম তাইয়েরা যারা জেলের বাহিরে (আছেন, (আপনাদের (আহ্বান জানাচ্ছি, (আপনারা (আলাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালাহ (আদেশ পালনে রুতী হউন। শত দুঃখ কষ্টের মধ্যে ও (আপনারা (আলাহর পথে জিহাদে (অটল (আছেন, যা দেখে (আমরা (অন্তরে প্রশান্তি (অনুভব করি। (আমরা জানি এই জমীনে (আমরা

শুধু এক মাজলুম নই এই কাফেলা অনেক ভারী। আমরা চাই বন্দী মুসলিম মুসলিমাদের জন্য আপনাদের দোয়া এবং ভালবাসা। ইয়াহুদী-খ্রিস্টান, মুশরিক-কাফের, মুরতাদ, নাস্তিক তামুতাদের অন্ধকূঠিরে যারা আজ নিপীড়িত তাদের জন্য আপনাদের কিছু করা সম্ভব কিনা? এবং অসম্ভবকে সম্ভব করতে আপনারা কোন কিছু করতে আদিষ্ট কিনা? আপনারা স্মরণ করুন আল্লাহর নির্দেশ,

“আর তোমাদের কি হল? তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহর পথে এবং মেসব অসহায়-দুর্বল নর-নারী ও শিশুদের জন্য যারা বলেঃ হে আমাদের রব! এলাকা থেকে আমাদের কে বের করে নাও, এখানকার বাসিন্দারা বড়ই জালিম। আর তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক নির্ধারন করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী করে দাও।” (সূরা নিসা, ৪:৭৫)

মহান আল্লাহই আমাদের এই অমানুষিক নির্যাতন থেকে মুক্তির পথ সুগম করবেন। তিনিই এই অপর্যায় বেদনাময় পরিস্থিতি থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন। যে সমস্ত জঘন্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় ও অশ্রু অবেহেলায় আমরা ছুটিয়াই বসেছি তিনিই আমাদের সেই ব্যাধির কবল থেকে আরোগ্য দান করবেন। যারা আমাদেরকে অন্যায়াভাবে এখানে বন্দী করে রেখেছে, তাদের হাত তিনি মিছিল করে দিবেন। আমাদের ক্রন্দন, আমাদের অসহায়ত্ব তাঁরই কাছে নিবেদন করছি। হে আল্লাহ! আমাদের পালনকর্তা! আমাদের রব! আমাদের এই জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দাও। তোমার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী, ওয়ালী প্রেরন কর। তুমিইতো অকম মাজলুমের পক্ষে উদ্ধৃত জালিমের উপর প্রতিশোধ গ্রহনকর। সবশেষে যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সলাত এবং সালাম নাবী মুহাম্মাদ, আহলে বাইত ও সাহাবায়ে আজমাঈনের প্রতি।